010

তারিখ ... 5/11/85 ...
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম ... 1 ...

ইত্তেফাক

ভর্তি-সমস্যা

আগামী ১০ই জানুয়ারী রাজধানীর স্কুলগুলিতে চলতি শিক্ষা বছরের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই ভর্তি পরীক্ষা প্রধানত সরকারী স্কুলগুলিতেই অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকিলেও শোনা যাইতেছে অধিকাংশ স্কুলেই একই দিনে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। বছরের একই দিনে সকল স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থায় অভিভাবকেরা উদ্বিগ্নবোধ করিতেছেন। কারণ এক স্কুলে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে আর অন্য স্কুলে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থাকিবে না। মোটামুটিভাবে জানুয়ারী মাসেই বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি শুরু হয়। নূতন শিক্ষাবর্ষ শুরু হইলেই রাজধানীর স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির ভিড় লক্ষ্য করা যায়। স্কুলের আসন সংখ্যার চাইতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনেক বেশী। ফলে শিক্ষা জীবনের শুরুতে কোমলমতি শিশুদের ভর্তির ভয়ে ও ভাবনায় এভাবে বিচলিত হইতে হয়। সেই সঙ্গে পিতামাতা ও অভিভাবকদের দুশ্চিন্তারও অন্ত থাকে না। তাহাদের এ-স্কুল হইতে সে-স্কুলে ছুটাছুটি ও দৌড়াদৌড়ি পড়িয়া যায়। শিক্ষা জীবনের শুরুতেই অনেক কোমলমতি শিশু-কিশোরের স্কুলে ভর্তির সুযোগ না পাইয়া হইতে হয় হতাশ ও ব্যর্থ মনোরথ। ইহা শিশু-কিশোরদের জন্য কোনোমতেই বাঞ্ছিত হইতে পারে না। প্রথম জীবনেই এভাবে হতাশায় আক্রান্ত হইতে হইলে তাহা শিশু-কিশোরদের পরবর্তী জীবনকেও প্রভাবিত করিবে কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখার বিষয়। অথচ প্রতি বছরই এই সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে। সমস্যাটি লইয়া কেহ তেমন চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন বলিয়াও মনে হয় না। আমরা দেখিতেছি আর দশটি সমস্যার মতো ভর্তি-সমস্যাও ক্রমেই প্রকটতর হইতেছে। ইহা দুঃখজনক।

রাজধানী তথা দেশের শহরাঞ্চলগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের ভিড় বাড়িতেছে ইহা বাস্তব সত্য। কিন্তু এই বাড়তি শিক্ষার্থীদের জন্য সেভাবে স্কুলের সংখ্যা বাড়িতেছে না। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে তুলনামূলকভাবে ভালো ও নামকরা স্কুলগুলিতেই ভিড় বেশী। সকলেই তাহাদের ছেলেমেয়েদের ভালো স্কুলে পড়াইতে চাহিবে ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু স্কুলের সংখ্যা যেমন সীমিত তেমনি আসন সংখ্যাও সীমাবদ্ধ। ফলে ভর্তির ক্ষেত্রে এই ভিড় ও সংকট। জানুয়ারী মাস আসিলেই ভর্তিযোগ্য সন্তান-সন্ততিদের লইয়া পিতামাতা ও অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। ছেলেমেয়ে ভর্তি করানো এক মহা সমস্যার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একদিকে অসংখ্য ছেলেমেয়ের স্কুলে ভর্তির সামর্থ্যই নাই, অন্যদিকে যাহাদের সামর্থ্য আছে তাহাদেরও ভর্তি-সমস্যার মুখে এভাবে অনেক ক্ষেত্রেই ভর্তি হওয়ার সুযোগ ঘটে না। আমাদের মতো শিক্ষায় অনগ্রসর একটি দেশে ইহা এক মারাত্মক সমস্যা। আমরা বুঝিতে পারি না দেশের শিক্ষা প্রসারের নীতির সহিত শিক্ষাক্ষেত্রের প্রায় সর্বত্র অর্থাৎ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভর্তি-সমস্যা কতোখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার অনার্স ক্লাসে মোট আসন সংখ্যা হইতেছে ২,৫০০। কিন্তু ভর্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৫০০০ ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই সংখ্যা হইতেই দেশে বিরাজমান ভর্তি-সমস্যার একটি সাধারণ চিত্র পাওয়া যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই ভর্তি-সমস্যা দেশের শিক্ষা প্রসারের নীতিকেই বাধাগ্রস্ত করিতেছে বলিয়া মনে হয়।

এসব দিক বিবেচনা করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান এই ভর্তি সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। জানুয়ারী মাসে রাজধানীর স্কুলগুলিতে যে ভর্তির ভিড় লক্ষ্য করা যায় তাহা বিবেচনা করিয়া শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উচিত আগে হইতেই এই সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা। একদিকে ভালো ও উপযুক্ত স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেমন প্রয়োজন তেমনি ভর্তির ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয়। স্কুলে ছাত্র-ভর্তির নীতিমালা লংঘিত হওয়ারও নানা অভিযোগ শোনা যায়। প্রতি বছর ভর্তি-সমস্যায় অগণিত শিক্ষার্থীকে যাহাতে এভাবে অনিশ্চয়তার মুখে পড়িতে না হয়, সেজন্য আশু উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।